হবসের মানব প্রকৃতির তত্ত্ব

টমাস হবস (1588-1679) ছিলেন একজন ইংরেজ দার্শনিক যিনি রাজনৈতিক দর্শনের উপর তার প্রভাবশালী কাজের জন্য পরিচিত, বিশেষ করে 1651 সালে প্রকাশিত তার বই "লেভিয়াথান"। ইংরেজ গৃহযুদ্ধ সহ তার সময়ের উত্থান।

হবসের মানব প্রকৃতির তত্ত্ব তার বৃহত্তর রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রকৃতির রাজ্যে - একটি অনুমানমূলক প্রাক-সামাজিক অবস্থা - মানুষের জীবন হবে "একাকী, দরিদ্র, কদর্য, পাশবিক এবং সংক্ষিপ্ত।" হবস বিশ্বাস করতেন যে একটি সামাজিক চুক্তি এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই, ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে ক্রমাগত সংঘর্ষে লিপ্ত থাকবে, অন্যের মঙ্গলকে বিবেচনা না করে তাদের স্বার্থ অনুসরণ করবে।

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে হবসের দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে:

1. দুর্বলতার মধ্যে সমতা: হবস দাবি করেছিলেন যে প্রকৃতির অবস্থায়, ব্যক্তিরা শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতায় মোটামুটি সমান। যদিও এই সমতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংঘাতের একটি ধ্রুবক অবস্থার দিকে নিয়ে যায় কারণ লোকেরা তাদের নিজেদের বেঁচে থাকা এবং সুস্থতা নিশ্চিত করতে চায়।

2. ভয় এবং আত্ম-স্বার্থ: হবসের মতে, মানুষ প্রাথমিকভাবে মৃত্যু এড়াতে এবং তাদের নিজস্ব আত্ম-সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। অন্যদের ভয় এবং প্রকৃতির রাজ্যের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তা ব্যক্তিদের একে অপরের উপর ক্ষমতা এবং আধিপত্য খোঁজার জন্য চালিত করে।

3. সামাজিক চুক্তি: হবস যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচতে, ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একটি সামাজিক চুক্তিতে প্রবেশ করবে। এই চুক্তিতে, তারা নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার বিনিময়ে তাদের কিছু প্রাকৃতিক অধিকার এবং স্বাধীনতা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের (যেমন একজন রাজা বা সরকার) কাছে সমর্পণ করবে। এই কর্তৃত্ব, হবসের দৃষ্টিতে, শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং ক্রমাগত দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় যা প্রকৃতির অবস্থাকে চিহ্নিত করবে।

4. নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব: হবস নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের সাথে একটি শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত সরকারের পক্ষে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শুধুমাত্র একজন সর্বশক্তিমান শাসকই কার্যকরভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে এবং মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিরোধকে বিশৃঙ্খলায় পরিণত হতে বাধা দিতে পারে।

মানব প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে হবসের ধারনা কয়েক শতাব্দী ধরে যথেষ্ট বিতর্ক ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। কিছু সমালোচক যুক্তি দেন যে তার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যধিক হতাশাবাদী এবং মানুষের মধ্যে সহযোগিতা এবং সামাজিক বন্ধনের ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করে। সমালোচনা সত্ত্বেও, হবসের কাজ রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

প্রকৃতির অবস্থা সম্পর্কে টমাস হবসের ধারণা

প্রকৃতির অবস্থা সম্পর্কে টমাস হবসের ধারণা তার রাজনৈতিক দর্শনের একটি কেন্দ্রীয় দিক, বিশেষ করে তার মূল কাজ "লেভিয়াথান" (1651) এ বর্ণিত। প্রকৃতির অবস্থা, যেমন হবস দ্বারা কল্পনা করা হয়েছিল, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা সামাজিক চুক্তির উপস্থিতি ছাড়াই মানুষের অস্তিত্বকে বর্ণনা করে এমন একটি অনুমানমূলক দৃশ্যকল্প। প্রকৃতির অবস্থা সম্পর্কে হবসের দৃষ্টিভঙ্গির মূল উপাদানগুলি এখানে রয়েছে:

1. প্রাকৃতিক সমতা: প্রকৃতির অবস্থায়, হবস দাবি করেছিলেন যে ব্যক্তিরা শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে মোটামুটি সমান। এই সমতা, যাইহোক, ক্রমাগত প্রতিযোগিতা এবং সংঘর্ষের পরিস্থিতির জন্য অবদান রাখে। বিরোধের মধ্যস্থতা করার জন্য উচ্চতর কর্তৃত্ব ছাড়াই, লোকেরা তাদের স্বার্থের জন্য দ্বন্দ্বের শিকার হয়।

2. যুদ্ধের অবস্থা: হবস বিখ্যাতভাবে প্রকৃতির অবস্থাকে এমন একটি অবস্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন যেখানে জীবন "একাকী, দরিদ্র, কদর্য, পাশবিক এবং সংক্ষিপ্ত।" আইন প্রয়োগ এবং ব্যক্তিদের সংযত করার জন্য একটি সাধারণ শক্তির অনুপস্থিতিতে, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে জীবন একটি চিরস্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা দ্বারা চিহ্নিত হবে, যেখানে প্রত্যেকে অন্য সবার সাথে মতবিরোধে রয়েছে।

3. আস্থার অভাব: হবস প্রকৃতির রাজ্যে আস্থার ব্যাপক অভাবের উপর জোর দিয়েছিলেন। চুক্তি কার্যকর করতে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ছাড়া, ব্যক্তিদের একে অপরকে বিশ্বাস করার খুব কম কারণ থাকে। এই আস্থার অভাব দ্বন্দ্ব এবং সহিংসতার প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে।

4. ভয় এবং আত্ম-সংরক্ষণ: হবস বিশ্বাস করতেন যে সহিংস মৃত্যুর ভয় প্রকৃতির অবস্থার একটি মৌলিক প্রেরণা। ব্যক্তি, আত্ম-সংরক্ষণের প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত, বেঁচে থাকার জন্য একটি ধ্রুবক সংগ্রামে নিয়োজিত। এই সংগ্রাম সম্পদ এবং নিরাপত্তার প্রতিযোগিতাকে তীব্র করে তোলে, যা একটি অশান্ত এবং অনিশ্চিত অস্তিত্বের দিকে পরিচালিত করে।

5. সমাধান হিসাবে সামাজিক চুক্তি: প্রকৃতির অবস্থার সমস্যার হবসের সমাধান হল একটি সামাজিক চুক্তি প্রতিষ্ঠা। এই কাল্পনিক চুক্তিতে, ব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে তাদের কিছু প্রাকৃতিক অধিকার ত্যাগ করতে এবং সার্বভৌম ক্ষমতার কর্তৃত্বের কাছে জমা দিতে সম্মত হয়। সার্বভৌম, ঘুরে, নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা প্রদান করে, প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করে।

প্রকৃতির অবস্থার হবসের চিত্রায়ন তার নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ন্যায্যতা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, সংঘাত প্রতিরোধ করতে এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে অসংযত মানব আচরণের অন্তর্নিহিত বিপদ থেকে ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী এবং কেন্দ্রীভূত সরকার প্রয়োজন।
টমাস হবস ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা নিয়ে

টমাস হবস ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের উপর একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিগুলি তার বিস্তৃত রাজনৈতিক দর্শনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ ছিল। হবস ইংরেজি গৃহযুদ্ধ সহ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সময় বেঁচে ছিলেন এবং তার কাজ, যেমন "লেভিয়াথান" (1651), সেই সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য তার প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

ধর্ম:

1. সামাজিক চুক্তিতে ধর্মের ভূমিকা:
- হবস সমাজে ধর্মের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, এটিকে একটি সম্ভাব্য স্থিতিশীল শক্তি হিসাবে দেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং মতবাদ একটি নৈতিক কাঠামো প্রদান করে এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যকে উৎসাহিত করে সামাজিক শৃঙ্খলায় অবদান রাখতে পারে।

2. ধর্মের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব:

- হবস ধর্মীয় বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ সহ একটি শক্তিশালী এবং নিরঙ্কুশ সার্বভৌম কর্তৃত্বের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় কর্তৃত্ব সার্বভৌম ক্ষমতার রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীন হওয়া উচিত। এইভাবে, তিনি ধর্মীয় দ্বন্দ্ব এড়াতে চেয়েছিলেন যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করতে পারে।

3. ধর্মীয় সহনশীলতা:

- হবস, ব্যবহারিক দিক থেকে, ধর্মীয় সহনশীলতার পক্ষে। তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেন এবং পরামর্শ দেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিরা সার্বভৌম কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ না করে বা জনশৃঙ্খলাকে হুমকির মুখে ফেলে এমন কার্যকলাপে জড়িত না হয়, তাদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের ধর্ম পালন করার অনুমতি দেওয়া উচিত।

নীতিশাস্ত্র:

1. নৈতিকতার বিষয়ভিত্তিক ভিত্তি:

- হবসের নীতিশাস্ত্রের জন্য একটি উল্লেখযোগ্যভাবে বিষয়গত এবং বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভাল এবং মন্দের মতো নৈতিক ধারণাগুলি কর্মের অন্তর্নিহিত নয় তবে ব্যক্তিদের আকাঙ্ক্ষা এবং ঘৃণার উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক বিচার।

2. নৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং সামাজিক চুক্তি:

- হবস সামাজিক চুক্তিতে নৈতিক বাধ্যবাধকতাকে ভিত্তি করে। নৈতিক নিয়ম প্রয়োগ করার জন্য একটি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে, ব্যক্তিরা তাদের স্বার্থে কাজ করবে, সম্ভাব্যভাবে প্রকৃতির বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে। সামাজিক চুক্তি, হবসের জন্য, সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজনীয় একটি ভাগ করা নৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগ করার একটি প্রক্রিয়া।

3. সামাজিক চুক্তি হিসাবে নৈতিকতা:

- হবস নৈতিক নীতিগুলিকে স্ব-সংরক্ষণ এবং সংঘাত এড়ানোর জন্য ব্যক্তিদের মধ্যে করা চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তার দৃষ্টিতে, নৈতিক নিয়মগুলি যৌক্তিক গণনা এবং ভাগ করা স্বার্থের পারস্পরিক স্বীকৃতির ফলে আবির্ভূত হয়।

হবস যখন ধর্মের সামাজিক ও নৈতিক কাজগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তখন তিনি ধর্মীয় দ্বন্দ্ব প্রতিরোধের জন্য ধর্মীয় কর্তৃত্বকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন। তার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মানব প্রকৃতির একটি বাস্তবসম্মত বোঝার এবং নৈতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি সামাজিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে ছিল। হবসের ধারণাগুলি পরবর্তী রাজনৈতিক এবং নৈতিক দর্শনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যা রাষ্ট্রের ভূমিকা, ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং নৈতিকতার প্রকৃতির উপর আলোচনাকে প্রভাবিত করেছিল।

থমাস হবস সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের উপর

টমাস হবসের সার্বভৌমত্বের একটি স্বতন্ত্র এবং প্রভাবশালী তত্ত্ব ছিল, যা তিনি তার প্রধান কাজ "লেভিয়াথান" (1651) এ ব্যাখ্যা করেছেন। হবসের সার্বভৌমত্বের ধারণাটি মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে তার হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে তার উদ্বেগ দ্বারা আকৃতি পেয়েছিল। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে হবসের ধারণার মূল দিকগুলি এখানে রয়েছে:

1. পরম সার্বভৌমত্ব:
- হবস নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের পক্ষে সমর্থন করেছিলেন, যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একক, অবিভাজ্য শক্তিতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই সার্বভৌম কর্তৃত্ব, রাজা বা অন্য কোনো সরকারের হাতে ন্যস্ত হোক না কেন, নিরঙ্কুশ এবং সীমাবদ্ধতা বা বিভাজনের বিষয় নয়। সার্বভৌম কর্তৃত্ব সর্বাগ্রে এবং কোন প্রতিযোগী রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা যায় না।

2. সামাজিক চুক্তি:
- হবসের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব তার সামাজিক চুক্তির ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রকৃতির রাজ্যে, হবস যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার বিনিময়ে একটি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু প্রাকৃতিক অধিকার এবং স্বাধীনতা ছেড়ে দেবে। সামাজিক চুক্তি হল মৌলিক চুক্তি যা সার্বভৌম ক্ষমতার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে।

3. লিভিয়াথান হিসাবে সার্বভৌম:
- হবস বিখ্যাতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতাকে "লেভিয়াথান" হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যা বাইবেলের সমুদ্র দানব রূপকের উপর অঙ্কন করেছে।

লেভিয়াথান একটি শক্তিশালী এবং সর্বব্যাপী কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করে যা শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং প্রকৃতির রাজ্যের নৈরাজ্য প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয়।

4. শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা:
- সার্বভৌমত্বের প্রাথমিক কাজ, হবসের মতে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সার্বভৌম ব্যক্তিদের সামাজিক চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলা নিশ্চিত করে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতিতে হবস বিশ্বাস করতেন যে চিরস্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য এই কর্তৃত্ব প্রয়োজন।

5. ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ সার্বভৌমের অধীনস্থ:
- হবস ধর্মীয় কর্তৃত্বকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীন করার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদানে ধর্মের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময়, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে সামাজিক শৃঙ্খলাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে এমন দ্বন্দ্ব এড়াতে ধর্মীয় বিষয়ে সার্বভৌমকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

6. অপরিবর্তনীয় এবং অবিভাজ্য কর্তৃপক্ষ:
- হবস দাবি করেছিলেন যে একবার সামাজিক চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সার্বভৌমত্ব তৈরি হয়, সার্বভৌমের কর্তৃত্ব অপরিবর্তনীয় এবং অবিভাজ্য। জনগণ তাদের অধিকার স্থায়ীভাবে সার্বভৌমের কাছে সমর্পণ করে, এবং এই কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ন বা বিভক্ত করার যে কোনো প্রচেষ্টা প্রকৃতির অবস্থা এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিশৃঙ্খলার দিকে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে।

হবসের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব পরবর্তী রাজনৈতিক দর্শন এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করে। যদিও তার ধারণাগুলি বিতর্কিত ছিল, বিশেষ করে সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে, তারা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং শাসনের পরবর্তী বিতর্কগুলি গঠনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছিল।

সামাজিক চুক্তির তত্ত্বে টমাস হবস

টমাস হবস তার সামাজিক চুক্তির তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত, একটি ধারণা যা তার রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে তার মূল কাজ "লেভিয়াথান" (1651) এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হবস রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উত্স এবং

একটি শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত সরকারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি তাত্ত্বিক নির্মাণ হিসাবে সামাজিক চুক্তি ব্যবহার করেছিলেন। এখানে সামাজিক চুক্তির বিষয়ে হবসের দৃষ্টিভঙ্গির মূল উপাদান রয়েছে:

1. প্রকৃতির অবস্থা:

- হবস তার তত্ত্বটি অনুমানমূলক "প্রকৃতির অবস্থা" দিয়ে শুরু করেন, এমন একটি শর্ত যেখানে ব্যক্তিরা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায়, হবস যুক্তি দিয়েছিলেন যে জীবনকে "সকলের বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধ" দ্বারা চিহ্নিত করা হবে, কারণ লোকেরা অন্যের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে তাদের স্বার্থের অনুসরণ করে। প্রকৃতির অবস্থা হল নিরাপত্তাহীনতা, ভয় এবং চিরস্থায়ী সংঘর্ষের অবস্থা।

2. প্রকৃতির রাজ্য থেকে অব্যাহতি:
- হবসের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে থাকা ব্যক্তিরা এর বিশৃঙ্খলা এড়াতে এবং আরও সুশৃঙ্খল এবং নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করবে। সামাজিক চুক্তি এই সমস্যার সমাধান হিসাবে আবির্ভূত হয়, কারণ মানুষ সম্মিলিতভাবে তাদের প্রাকৃতিক অধিকার একটি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে সম্মত হয়।

3. অধিকারের পারস্পরিক হস্তান্তর:
- সামাজিক চুক্তিতে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ, সার্বভৌমকে ব্যক্তিগত অধিকার এবং স্বাধীনতার পারস্পরিক হস্তান্তর জড়িত। সার্বভৌম কর্তৃক প্রদত্ত সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিনিময়ে ব্যক্তিরা নিজেদের শাসন করার অধিকার ত্যাগ করে। এই অধিকার হস্তান্তর অপরিবর্তনীয় এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

4. সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি:
- একটি সামাজিক চুক্তি প্রতিষ্ঠার কাজ সার্বভৌম কর্তৃত্ব তৈরি করে, যা পরম এবং অবিভাজ্য। সার্বভৌম, রাজা বা সরকারের অন্য রূপ, রাজনৈতিক ক্ষমতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আইন প্রয়োগ করা এবং প্রকৃতির বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফিরে আসা রোধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

5. বাধ্যবাধকতা এবং আনুগত্য:
- ব্যক্তি, সামাজিক চুক্তিতে প্রবেশ করে, সার্বভৌমকে মানতে নৈতিক এবং আইনত বাধ্য। সার্বভৌমের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ, এবং

অবাধ্যতাকে সামাজিক চুক্তির লঙ্ঘন হিসাবে দেখা হয়, সার্বভৌম যে স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা প্রদান করে তা বিপন্ন করে।

6. সরকারের উদ্দেশ্য:
- সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল "সবার বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধ" প্রতিরোধ করা এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করা। সরকারকে তার নাগরিকদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল নিশ্চিত করা এবং সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার প্রাকৃতিক প্রবণতা রোধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

7. প্রতিরোধের অধিকারের অনুপস্থিতি:
- হবস সার্বভৌমদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকারকে স্বীকৃতি দেননি। একবার সামাজিক চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে, ব্যক্তিরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুরক্ষা এবং আদেশের বিনিময়ে তাদের বিদ্রোহ করার অধিকার সমর্পণ করে। সার্বভৌম ক্ষমতাচ্যুত করার যেকোনো প্রচেষ্টা সামাজিক চুক্তির লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হয়।

হবসের সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব রাজনৈতিক দর্শনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধতা, সরকারের প্রকৃতি এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার একটি ভিত্তি প্রদান করে।

## হবসের সামাজিক চুক্তির তত্ত্বের মূল্যায়ন

হবসের সামাজিক চুক্তির তত্ত্বটি প্রভাবশালী এবং বিতর্কিত উভয়ই হয়েছে, যা রাজনৈতিক দর্শনে পরবর্তী আলোচনাকে রূপ দেয়। এখানে হবসের তত্ত্বের মূল দিকগুলির একটি মূল্যায়ন, এর শক্তি এবং সমালোচনা বিবেচনা করে:

### শক্তি:

1. মানব প্রকৃতির বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি:
- হবসের তত্ত্ব মানব প্রকৃতির বাস্তববাদী এবং হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শুরু হয়। দ্বন্দ্ব এবং স্বার্থের শর্ত হিসাবে প্রকৃতির অবস্থাকে তার চিত্রিত করা মানুষের আচরণের একটি নির্ভুল মূল্যায়নের ভিত্তিতে, বিশেষত অনিশ্চয়তার সময়ে।

2. শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তায় সামাজিক চুক্তির ভূমিকা:

– হবস দৃঢ়ভাবে যুক্তি দেন যে প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচতে সামাজিক চুক্তি আবশ্যক। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যক্তি অধিকার হস্তান্তরকে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা এবং একে অপরের থেকে ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তবসম্মত সমাধান হিসাবে দেখা হয়।

3. পরম সার্বভৌমত্বের ভিত্তি:

– নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের উপর হবসের জোর একটি শক্তিশালী এবং কেন্দ্রীভূত সরকারের প্রয়োজনীয়তাকে সম্বোধন করে। সর্বশক্তিমান সার্বভৌমত্বের পক্ষে তার যুক্তি একটি সুস্পষ্ট এবং সিদ্ধান্তমূলক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে যা শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সামাজিক চুক্তির ভাঙ্গন রোধ করতে সক্ষম।

4. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে প্রাসঙ্গিকতা:

– হবসের তত্ত্বকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক হিসাবে দেখা হয়েছে, বিশেষ করে সামাজিক অস্থিরতার সময়ে। একটি সামাজিক চুক্তির ধারণা এবং শক্তিশালী সরকারী কাঠামো বিশ্লেষণ এবং ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী সার্বভৌমের প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগ করা হয়েছে।

সমালোচনা:

1. মানব প্রকৃতির অত্যধিক হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি:

– সমালোচকরা যুক্তি দেন যে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে হবসের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যধিক নেতিবাচক এবং মানুষের আচরণের সহযোগিতামূলক এবং পরার্থপর দিকগুলিকে উপেক্ষা করে। অন্যান্য দার্শনিক, যেমন রুশো, সামাজিক বন্ধন এবং সহযোগিতার উপর জোর দিয়ে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে আরও আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন।

2. সর্বগ্রাসী প্রভাব:

– নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের পক্ষে হবসের ওকালতি কর্তৃত্ববাদী বা এমনকি সর্বগ্রাসী শাসনকে বৈধ করার সম্ভাবনার জন্য সমালোচিত হয়েছে। চেক এবং ভারসাম্য ছাড়াই একজন নিরঙ্কুশ সার্বভৌমের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা, কর্তৃত্বের অপব্যবহারের বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ায়।

3. নৈতিক মাত্রার অভাব:

– হবসের তত্ত্ব প্রায়শই এর হ্রাসবাদী এবং অনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সমালোচিত হয়। স্বার্থ এবং সামাজিক চুক্তিতে নৈতিকতাকে ভিত্তি করে, তিনি বাস্তবসম্মত বিবেচনার বাইরে নৈতিক নীতির গুরুত্বকে অবহেলা করেন। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে বিশুদ্ধভাবে চুক্তিভিত্তিক নৈতিকতার নৈতিক আচরণকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তির অভাব থাকতে পারে।

4. ব্যক্তিদের সহজাত প্যাসিভিটি:

– হবসের দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক চুক্তির মধ্যে ব্যক্তিদের জন্য একটি বরং নিষ্ক্রিয় ভূমিকাকে বোঝায়, যা তাদের অধিকার সমর্পণকারী নিছক প্রজাদের মধ্যে হ্রাস করে। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক সংস্থার গুরুত্ব, নাগরিক ব্যস্ততা এবং সামাজিক চুক্তি প্রতিষ্ঠার বাইরে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে।

5. নাগরিক স্বাধীনতার জন্য সীমিত ভূমিকা:

– হবসের তত্ত্ব, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার উপর জোর দিয়ে, প্রায়শই নাগরিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার গুরুত্ব কমিয়ে দেখা হয়। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে একটি সরকার শুধুমাত্র নিরাপত্তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতার সুরক্ষাকে অবহেলা করতে পারে।

সংক্ষেপে, হবসের সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব রাজনৈতিক সংগঠনের চ্যালেঞ্জ এবং সমাজে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। যাইহোক, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে এর হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের পক্ষে ওকালতি এবং কর্তৃত্ববাদের সম্ভাব্য প্রভাবগুলি যথেষ্ট বিতর্ক ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। দার্শনিক এবং রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা শাসন এবং রাজনৈতিক বৈধতা নিয়ে সমসাময়িক আলোচনার আকারে হবসের ধারণাগুলির সাথে জড়িত এবং প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন।